একক ১ (ক) ❑ চুক্তির আবশ্যকীয় উপাদান ও চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা

গঠন

১(ক).১ উদ্দেশ্য
১(ক).২ প্রস্তাবনা
১(ক).৩ চুক্তি আইনের প্রয়োজনীয়তা
১(ক).৪ চুক্তির সংজ্ঞা
১(ক).৫ চুক্তির আবশ্যকীয় উপাদান
১(ক).৬ চুক্তির শ্রেণীবিভাগ
১(ক).৭ চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা
১(ক).৭.১ নাবালক
১(ক).৭.২ বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তি
১(ক).৭.৩ জড় বুদ্ধি
১(ক).৭.৪ পানোন্মাত্ততা
১(ক).৭.৫ উন্মত্ততা
১(ক).৭.৬ অযোগ্য বা অক্ষম ব্যক্তি
১(ক).৮ সারাংশ
১(ক).৯ অনুশীলনী
১(ক).১০ গ্রন্থপঞ্জী

১(ক).১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে খুব স্পষ্ট একটা ধারণা লাভ করবেন—

- চুক্তি আইনের প্রয়োজনীয়তা। অর্থাৎ চুক্তি আইন থাকার সুবিধা, বা না থাকলে কী অসুবিধা হত;
- চুক্তি সম্পর্কে ধারণা?
- চুক্তি বৈধ হতে গেলে কোন কোন উপাদান থাকা আবশ্যক;
- চুক্তির প্রকারভেদ;
- কারা কারা চুক্তি সম্পাদন করতে পারেন;
- চুক্তি সম্পাদনে নাবালকের ভূমিকা।

১(ক).২ প্রস্তাবনা

আদালতের মাধ্যমে যে সকল চুক্তি বলবৎ করা যায়, তাই চুক্তি আইনের অন্তর্গত। চুক্তি আইনের পরিধি ব্যাপক। বাণিজ্যিক আইন অনেকাংশে চুক্তি আইনের অন্তর্গত। কারণ বাণিজ্যিক লেনদেন সমূহ চুক্তি আইনের মাধ্যমেই সম্পাদিত হয়। কোন চুক্তিকে আইন দ্বারা বলবৎ করতে হলে নির্দিষ্ট কতকগুলি শর্তপূরণ করতে হয়। এই সকল শর্তগুলিকে 'চুক্তির আবশ্যকীয় উপাদান' বলে। চুক্তির আবশ্যকীয় উপাদানগুলি যথাক্রমে-প্রস্তাব ও স্বীকৃতি, আইনসঙ্গত প্রতিদান, চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা, স্বেচ্ছাপ্রদত্ত সায়, সম্পাদনের সম্ভাব্যতা, সরাসরি বাতিল সম্মতি, বিষয়বস্তুর বৈধতা, নিশ্চয়তা ও লিখন এবং নিবন্ধন। বৈধ চুক্তির ক্ষেত্রে উপরে উল্লিখিত সবক'টি উপাদান থাকা আবশ্যক। এগুলির মধ্যে কোন একটি অনুপস্থিত থাকলে সম্মতি কার্যকরী হয়' না। সুতরাং যে সম্মতিতে উপরের সমস্ত উপাদান বর্তমান থাকে তাকে বৈধ চুক্তি বলে। বৈধ চুক্তির একটি অন্যতম উপাদান হল 'চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা'। কোন ব্যক্তিকে চুক্তি সম্পাদনের অযোগ্য বলে বিবেচনা করা হয় যদি তিনি যে আইনের অধীন সেই আইন অনুযায়ী অপ্রাপ্তবয়স্ক হন, অথবা তার মস্তিষ্ক বিকৃতি থাকে, এবং তিনি যে আইনের অধীন সেই আইন অনুযায়ী যদি চুক্তি সম্পাদনের অযোগ্য হয়। সুতরাং চুক্তির অত্যাবশ্যকীয় উপাদান ও চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা সম্পর্কে জানতে হলে এই এককটি পাঠ করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

১(ক).৩ চুক্তি-আইনের প্রয়োজনীয়তা

আদালতের মাধ্যমে বলবৎ করানো যায়, এমন চুক্তিগুলি চুক্তি-আইনের আলোচ্য বস্তু। সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এবং শিল্প ও বাণিজ্যে চুক্তি আইনের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

স্যালমণ্ডের মতে চুকি হল সেই সম্মতি যা বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে দায় সৃষ্টি করে এবং তার প্রকৃতি বর্ণনা করে। অ্যানসন-এর মতে আইনের দ্বারা বলবৎযোগ্য দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে সম্পাদিত সম্মতিই চুক্তি। এই সম্মতির মাধ্যমে এক পক্ষ অন্য পক্ষের কাজ করা বা কাজ করা থেকে বিরত থাকার অধিকার লাভ করে। ভারতীয় চুক্তি আইনের 2(h) ধারায় বলা হয়েছে, চুক্তি হল সেই সম্মতি যা আইন দ্বারা বলবৎ করানো যায়।

চুক্তি থেকে কীভাবে বিভিন্ন পক্ষের দায় সৃষ্টি হয় তা আমরা নীচের আলোচনা থেকে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারব। মনে করা যাক, একজন বাড়ির মালিক তাঁর বাড়িটি 5 লক্ষ টাকার বিক্রি করার চুক্তি করেন। এখানে বাড়ির মালিকের দায় বাড়ির দখল দেওয়া, অন্যদিকে ভাবী ক্রেতার দায় 5 লক্ষ্য টাকা দেওয়া। এক্ষেত্রে, শর্তগুলি পালিত হলে, তবেই চুক্তিটি সম্পূর্ণ হয়। আরও একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি আরও স্পষ্ট হবে। মনে করা যাক, 'ক' নামক এক ব্যাক্তি 'খ' নামক অপর এক ব্যক্তিকে 400 টাকায় একটি কুকুর বিক্রয় করার চুক্তি করলো। এক্ষেত্রে 'ক' এর দায় হল কুকুরটি 'খ' কে দেওয়া। আর 'খ' এর দায় হল 'ক' কে 400 টাকা দেওয়া।

১(ক).৪ চুক্তির সংজ্ঞা

চুক্তি অধিনিয়মের 2(h) ধারায় বলা হয়েছে যে, আইনের দ্বারা বলবৎ করা যায় এরূপ সম্মতিকে চুক্তি বলে। "An agreement enforceable by law is a contract"–2(h)। উপরে বর্ণিত সংজ্ঞা থেকে সহজেই বুঝতে পারা যায় যে, চুক্তিতে অবশ্যই একটি সম্মতি থাকবে ও সম্মতিটিকে আইন দ্বারা বলবৎ করা যাবে।

সম্মতির দ্বারাই চুক্তি তৈরি হয়। অ্যানসনের মতে আইনের দ্বারা বলবৎযোগ্য দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে সম্পাদিত সম্মতিই চুক্তি। এই সম্মতির মাধ্যমে এক পক্ষ অন্য পক্ষের কাজ করা বা কাজ করা থেকে বিরত থাকার অধিকার লাভ করে। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো সকল সম্মতিকেই কিন্তু আইন দ্বারা বলবৎ করা যাবে না। উদাহরণ য়িে ব্যাপারটা আলোচনা করা যাক। রাম তার বিয়ে উপলক্ষ্যে শ্যামকে নিমন্ত্রণ করল। শ্যাম রামের নিমন্ত্রণ রক্ষা করবে বলে সম্মতি প্রকাশ করল। শ্যাম অনিবার্য কারণবশত নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারে নি। কিন্তু তা বলে শ্যামের বিরুদ্ধে চুক্তি ভঙ্গের অভিযোগ আনা যাবে না। কারণ, এই ধরনের প্রতিদানহীন সামাজিক ব্যাপার আইন দ্বারা বলবৎ করা যাবে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সম্মতি থাকলেই সকল সময় চুক্তি সংঘটিত হয় না। অর্থাৎ, যে সম্মতি আইনের দ্বারা বলবৎ করা যায়, তাকেই চুক্তি বলে। রাম তার বিয়ে উপলক্ষ্যে একটি দোকানের সঙ্গে খাবার সরবরাহের জন্য অর্ডার দেয়। দোকানদার এক্ষেত্রে তার সম্মতি প্রকাশ করল। এই প্রতিশ্রুতি আদালত দ্বারা বলবৎ করা যায় এবং এটি চুক্তি। সুতরাং একথা আমরা বলতে পারি,—"সকল চুক্তিই সম্মতি, কিন্তু সকল সম্মতি চুক্তি নহে"।

১(ক).৫ চুক্তির আবশ্যকীয় উপাদান

কোন সম্মতি নির্দিষ্ট কিছু শর্তপূরণ করলে তখন তাহা আইনের দ্বারা বলবৎ যোগ্য হয়। এই শর্তগুলিকে বলা হয়, "চুক্তির আবশ্যকীয় উপাদান।" নীচে শর্তগুলি আলোচনা করা হল—

(১) প্রস্তাব ও স্বীকৃতি—চুক্তির প্রধান উপাদান হল প্রস্তাব ও স্বীকৃতি। অর্থাৎ একপক্ষ প্রস্তাব দেবে ও অপর পক্ষ উহার স্বীকৃতি দেবে। এক পক্ষের প্রস্তাব অপরপক্ষ যদি স্বীকৃতি দেয় তবেই চুক্তির উৎপত্তি হয়। তবে চুক্তি হতে গেলে প্রস্তাব ও স্বীকৃতি আইনসঙ্গত হওয়া চাই।

(২) যোগ্যতা —সকল ব্যক্তিই চুক্তি সম্পাদনে সক্ষম নয়। চুক্তি সম্পাদন করার জন্য নির্দিষ্ট কিছু যোগ্যতার প্রয়োজন হয়। যে সকল যোগ্যতার দ্বারা কোন ব্যক্তি বৈধ চুক্তি সম্পাদনে সক্ষম সেগুলিকে চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা বলে। কোন ব্যক্তির চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা সাধারণত তিনটি শর্তের ওপর নির্ভর করে। যথা—(১) তাঁকে সাবালক হতে হবে, (২) তাঁকে সুস্থ মস্তিষ্কের হতে হবে ও (৩) তিনি যে আইনের অধীন সেই আইনের বিধান অনুযায়ী তাঁর চুক্তি করার অধিকার থাকতে হবে।

(৩) আইনসঙ্গত প্রতিদান—চুক্তির ক্ষেত্রে সাধারণভাবে দু'টি পক্ষ থাকে- প্রস্তাবকারী ও প্রস্তাবগ্রহীতা। চুক্তির ক্ষেত্রে এক পক্ষ অপর পক্ষকে কিছু দেবে বা অপর পক্ষের থেকে কিছু নেবে। চুক্তির জন্য যা কিছু পাওয়া যায় বা দেওয়া হয় তা হল চুক্তির প্রতিদান। প্রতিদান ব্যতীত কোন চুক্তিই প্রবর্তন-

যোগ্য নয়। তবে এক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম আছে। সেগুলি আমরা পরে অন্য অধ্যায়ে আলোচনা করব। তবে চুক্তির ক্ষেত্রে প্রতিদান আইনসঙ্গত হওয়া প্রয়োজন। অন্যথায় প্রতিদান নীতি বর্হিভূত বা অবৈধ হলে চুক্তি বলবৎ করা যায় না। অর্থাৎ চুক্তির ক্ষেত্রে আইনসঙ্গত প্রতিদান থাকা আবশ্যক।

(৪) আইনমূলক সম্পর্ক—যে চুক্তি আইন দ্বারা বলবৎ করা যায় তাকে বৈধ চুক্তি বলে। বৈধ চুক্তিতে চুক্তির পক্ষদ্বয়ের মধ্যে আইনমূলক সম্পর্ক থাকা আবশ্যক। অন্যথায় সেই চুক্তি বৈধ হয় না। যেমন বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা দেবার প্রতিশ্রুতি অথবা বন্ধুর বিয়েতে থাকার প্রতিশ্রুতি আইনদ্বারা কোন মতেই বলবৎ করানো যায় না। কারণ এক্ষেত্রে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে কোনো আইনমূলক সম্পর্ক নেই। কিন্তু বন্ধুকে বাড়ি বিক্রয়ের সম্মতি অথবা বন্ধুকে বিবাহ করবার সম্মতির ক্ষেত্রে বৈধ চুক্তি সংঘটিত হয়। কারণ এক্ষেত্রে আইনমূলক সম্পর্ক তৈরি হয়।

(৫) স্বেচ্ছা প্রদত্ত সায়—চুক্তিতে সায় সম্পূর্ণ স্বেচ্ছা প্রদত্ত হতে হবে। চুক্তির সময় যদি বল প্রয়োগ (coercion), অনুচিত প্রভাব (undue influence), ভুলে বোঝানো (misrepresentation) বা প্রতারণা (fraud) করা হয় তবে সেক্ষেত্রে সম্মতিতে প্রকৃত সায় নেই বলে মনে করতে হবে। অর্থা যে চুক্তিতে বল প্রয়োগ, অনুচিত প্রভাব, ভুল বোঝানো বা প্রতারণা মূলক সম্মতি আদায় করা হয়েছে তা আদালতে বলবৎ করানো যায় না।

(৬) বৈধ বিষয়বস্তু—সম্মতির বিষয়বস্তু কখনোই অবৈধ, অনৈতিক বা জনগণের স্বার্থের বিরোধী হবে না। সম্মতি অবৈধ, নীতিবহির্ভূত বা জনস্বার্থ বিরোধী হলে আদালত দ্বারা বলবৎ করা যায় না।

(৭) সম্পাদনের সম্ভাব্যতা ও নিশ্চয়তা—চুক্তির মধ্যে কোনরূপ অনিশ্চয়তা থাকলে উহাকে বৈধ চুক্তি বলে ধরা যায় না। যদি চুক্তির অর্থ অলীক হয় বা স্পষ্টভাবে বোঝা না যায় তাহলে উহাকে আইন দ্বারা বলবৎ করা যায় না। চুক্তি সম্পাদনযোগ্য হওয়া প্রয়োজন। অসম্ভব কোনো কাজ করার প্রতিশ্রুতি কখনো বেধ চুক্তি হতে পারে না।

(৮) বাতিল সম্মতি—কোনো কোনো সম্মতি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হলে তা দেশের আইনে অবৈধ বলে মনে করা হয়। যে সম্মতি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হলে আইন দ্বারা অবৈধ বলে মনে করা হয়, চুক্তিতে সেই ধরনের কোন সম্মতি থাকলে আইন প্রবর্তিত করা যাবে না। ভারতীয় চুক্তি আইনে পাঁচ ধরনের সম্মতি অবৈধ বলে ঘোষিত। যেমন—

- বিবাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী সম্মতি (26 ধারা);
- বাণিজ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী সম্মতি (27 ধারা);
- মামলায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী সম্মতি (28 ধারা);
- অনিশ্চিত সম্মতি (29 ধারা);
- বাজী ধরার সম্মতি (30 ধারা);

(৯) লিখন ও নিবন্ধন—চুক্তি লিখিত বা মৌখিক হতে পারে। কোন বিশেষ ক্ষেত্রে লিখিত দলিলের প্রয়োজন হয়, যথা জমি, বাড়ি বিক্রয়ের চুক্তি। কোন কোন ক্ষেত্রে লিখিত দলিলকে বৈধ রূপ দিতে হলে নিবন্ধন (Registration) দরকার হয়।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা একথা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারলাম যে, কোনো বৈধ চুক্তিতে উপরোক্ত সবকটি উপাদান থাকা আবশ্যক। উপাদানগুলির মধ্যে কোন একটি অনুপস্থিত থাকলে চুক্তি বৈধ হয় না।

চুক্তির অত্যাবশ্যকীয় উপাদান

- প্রস্তাব ও স্বীকৃতি
- যোগ্যতা
- আইনসঙ্গত প্রতিদান
- আইনমূলক সম্পর্ক
- স্বেচ্ছা প্রদত্ত সায়
- বৈধ বিধয়বস্তু
- সম্পাদনের সম্ভাব্যতা ও নিশ্চয়তা
- বাতিল সম্মতি
- লিখন ও নিবন্ধন

চুক্তির অত্যাবশ্যকীয় উপাদান আলাদা ভাবে আলোচনপা করার পূর্বে চুক্তির শ্রেণীবিভাগ নিয়ে আলোচনা করা বিশেষ প্রয়োজন। কারণ, পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে এমন কতগুলি শব্দ যেমন নিষ্ফলযোগ্য চুক্তি, নিষ্ফল চুক্তি আলোচনায় আসবে, সেগুলি তাই আগে থেকে জেনে রাখা ভাল।

১(ক).৬ চুক্তির শ্রেণীবিভাগ

চুক্তিগুলিকে মোটামুটিভাবে তিনটি প্রধানভাগে ভাগ করা যায়—

১। **আইনের বৈধতা অনুযায়ী**
- বৈধ চুক্তি
- নিষ্ফল চুক্তি
- বালিত সম্মত্তি
- নিষ্ফলযোগ্য চুক্তি
- অবৈধ সম্মতি
- অপ্রবর্তনযোগ্য চুক্তি

২। **গঠন অনুযায়ী**
- ব্যক্ত বা প্রকাশ্য চুক্তি
- ধারণামূলক বা বিবক্ষিত চুক্তি
- উপচুক্তি

৩। **সম্পাদনের ধরন অনুযায়ী**

- সম্পাদিত চুক্তি
- সম্পাদ্য চুক্তি
- এক পক্ষীয় চুক্তি
- দ্বিপাক্ষীক চুক্তি

১। আইনের বৈধতা অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ

আইনের বৈধতা অনুযায়ী চুক্তিকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাবে ভাগ করা যায়।

- **বৈধ চুক্তি** : যে চুক্তি আইনের 10 নং ধারার আইনগত আবশ্যিকতা গুলি মেনে চলে, তাকে বৈধচুক্তি বলে। বৈধ চুক্তি আইন দ্বারা প্রবর্তন যোগ্য ও বলবৎযোগ্য।

- **বাতিল সম্মতি** : যে সম্মতি আইন দ্বারা বলবৎ করা যায় না তাই বাতিল সম্মতি 12(g) ধারা]। বালিত সম্মতির ক্ষেত্রে আইনগত কোন প্রভাব নেই। এর ফলে কোন ব্যক্তির ওপর কোন অধিকার বা দায় বর্তায় না। এই ধরনের সম্মতি যার আইনগত কোন প্রভাব নেই তা প্রথম থেকেই বাতিল (void abinition)।

উদাহরণ : নাবালকের সঙ্গে চুক্তি প্রথম থেকেই বাতিল। বিবাহে বাধা দান করার সম্মতি, ব্যবসায় বাধা দান করার সম্মতিও বাতিল সম্মতি।

- **নিষ্ফল চুক্তি** : যে চুক্তি আইন দ্বারা প্রবর্তনযোগ্য নয় তা অবৈধ চুক্তি—2(j) ধারা। চুক্তি গঠনের সময় এটি আইনের দিক থেকে প্রবর্তনযোগ্য থাকে কিন্তু পরবর্তীকালে কোনো কারণে আইনগত দিক থেকে অপ্রবর্তনযোগ্য হয়ে পড়ে।

উদাহরণ : 'ক' 'খ' কে বিবাহ করার প্রতি চুক্তিবদ্ধ হয়। কিন্তু দুর্ঘটনাজনিত কারণে 'ক' এর মৃত্যু হল। এই ক্ষেত্রে এটি নিষ্ফল চুক্তি।

- **নিষ্ফলযোগ্য চুক্তি** : যে সম্মতি কোন এক পক্ষের সম্মতির দ্বারা প্রবর্তনযোগ্য হয়, কিন্তু অপর পক্ষের দ্বারা প্রবর্তনযোগ্য নয়, এমন সম্মতিকে নিষ্ফলযোগ্য চুক্তি বলে।

উদাহরণ : 'ক' বলপ্রয়োগ করে 'খ' কে তার ঘোড়াটি বিক্রয় করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হল। 'খ' এর ইচ্ছানুসারে চুক্তিটি প্রবর্তনযোগ্য হবে। অন্যথায় চুক্তিটি অপ্রবর্তনীয় হবে।

- **অবৈধ সম্মতি** : যে সম্মতির উদ্দেশ্য বা প্রতিদান ভারতীয় প্রচলিত আইন অমান্য করা, প্রতারণা করা, কোন ব্যক্তি বা তার সম্পতির ক্ষতি করা, জনস্বার্থ বিরোধী কাজ করা—তাকে অবৈধ সম্মতি বলে।

উদাহরণ : খুন বা ডাকাতি করার সম্মতি, দেশ বিরোধী কোন কাজ করার সম্মতি অবৈধ সম্মতি।

- **অপ্রবর্তনীয় চুক্তি** : যে চুক্তিতে কৌশলগত (technical) ত্রুটি থাকার জন্য আদালত দ্বারা বলবৎযোগ্য হয় না তাকে অপ্রবর্তনীয় চুক্তি বলে।

উদাহরণ : আইনের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কিছু বাহ্যিক শিষ্টাচার মেনে চলতে হয়। যেমন—কোন

চুক্তি লিখিত হওয়া প্রয়োজন, অথবা চুক্তি নিবন্ধিত হওয়া প্রয়োজন অথবা উপযুক্ত স্ট্যাম্প থাকা প্রয়োজন। অন্যথায় চুক্তি আইনের দ্বারা প্রবর্তন করা যায় না।

২। আইনের গঠন অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ

• **ব্যক্ত বা প্রকাশ্য চুক্তি** : আইনের 9 নং ধারা অনুযায়ী যখন কোন প্রতিশ্রুতির প্রস্তাব বা স্বীকৃতি মুখে বলে বা লিখে করা হয়, তাকে প্রকাশ্য চুক্তি বলা হয়।

উদাহরণ : 'ক' 'খ' এর সঙ্গে লিখিত ভাবে বাড়ি বিক্রয়ের চুক্তি করল। ইহা প্রকাশ্য চুক্তি।

• **ধারণামূলক চুক্তি** : যখন কোন ব্যক্তির আচরণ থেকে চুক্তির জন্ম হয় তখন তাকে ধারণামূলক চুক্তি বলে।

উদাহরণ : 'ক' একটি মিষ্টির দোকান থেকে কিছু মিষ্টি খেলেন। এক্ষেত্রে তাঁর আচরণ দ্বারা ধারণামূলক চুক্তির সৃষ্টি হয়েছে যে তিনি দোকানদারকে মিষ্টির জন্য মূল্য দেবেন।

• **উপচুক্তি** : কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে চুক্তি না থাকলেও পক্ষেরা চুক্তির ন্যায় আচরণ করে। চুক্তি অধিনিয়মের (68-72) ধারায় বলা হয়েছে যদি কোন ব্যক্তি কারো থেকে কিছু পায় এবং সেই জন্য তার কিছু দেওয়া যুক্তিসঙ্গত মনে হয়, তাহলে কোন প্রতিশ্রুতি না থাকলেও আদালত তাকে উহা দিতে বাধ্য করবেন। এক্ষেত্রে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে যে চুক্তির ন্যায় সম্পর্ক তৈরি হল তাকে উপচুক্তি বলে।

উদাহরণ : চুক্তি সম্পাদনে অক্ষম কোন ব্যক্তি (বিকৃত মস্তিষ্ক সম্পন্ন কোন ব্যক্তি) কে অন্য কোন ব্যক্তি জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করেন তবে প্রথমোক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তির সম্পত্তি থেকে তার প্রাপ্য পাবে।

৩। সম্পাদনের ধরন অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ

• **সম্পাদিত চুক্তি** : যখন চুক্তিভুক্ত পক্ষেরা তাদের যা দায় ছিল তা সম্পাদিত করে তখন সেই চুক্তিকে সম্পাদিত চুক্তি বলে।

উদাহরণ : পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতা মূল্য দেবে এবং বিক্রেতা পণ্য বিক্রয় করবে—এই পণ্য বিক্রয় অধিনিয়মের প্রাথমিক শর্ত। যে ক্ষেত্রে নগদে পণ্য বিক্রয় হল সেক্ষেত্রে উভয় শর্তই পালিত হল।

• **সম্পাদ্য চুক্তি** : এই চুক্তির ক্ষেত্রে চুক্তিভুক্ত পক্ষের দায় ভবিষ্যতে কোন এক সময়ে সম্পাদিত হবে। অর্থাৎ চুক্তিভুক্ত কোন পক্ষই চুক্তির ক্ষেত্রে তাদের যা দায় তা বর্তমানে সম্পাদন করে নি, ভবিষ্যতে কোন এক সময় করবে।

উদাহরণ : 'ক' নামক ব্যক্তি 'খ' নামক অপর কোন ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট টাকায় দু'মাস পরে তার বাড়িটি বিক্রয় করবে বলে চুক্তিবদ্ধ হয়। ইহা সম্পাদ্য চুক্তি-এর উদাহরণ।

• **এক পক্ষীয় চুক্তি** : কোন কোন চুক্তির ক্ষেত্রে চুক্তিভুক্ত এক পক্ষকে তার দায় পালন করতে হয় যখন চুক্তিভুক্ত অন্য পক্ষ ইতিমধ্যে তার দায় পালন করে থাকে। এই ধরনের চুক্তিকে 'একপক্ষীয় চক্তি' বা 'একতরফা চুক্তি' বলে।

উদাহরণ : 'ক' নামক ব্যক্তি তার প্রিয় একটি কুকুরকে হারিয়ে কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়, যে ব্যক্তি তার প্রিয় কুকুরটি খুঁজে দিতে পারবে তাকে নগদ ১০০০ টাকা পুরষ্কার দেওয়া হবে। 'খ' বিজ্ঞাপন পড়ে কুকুরটি খুঁজে 'ক' এর কাছে পৌঁছে দেয়। যে মুহূর্তে 'খ' এই কাজটি সম্পাদন করল সেই মুহূর্ত হতে চুক্তিটি কার্যকর

হবে। এবং 'ক' কে তার প্রতিশ্রুতি মত ১০০০ টাকা 'খ' কে দিয়ে চুক্তি সম্পাদন করতে হবে।

- **দ্বিপাক্ষিক চুক্তি :** যে চুক্তির ক্ষেত্রে চুক্তিভুক্ত উভয় পক্ষেরই দায় বাকি থাকে, অর্থাৎ চুক্তি সম্পাদনের সময় দায় পালন হবে তাকে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি বলে। এই চুক্তি অনেকটা সম্পাদ্য চুক্তির মত।

উদাহরণ : 'ক' 'খ' কে প্রতিশ্রুতি দেয় ২০০ টাকার বিনিময়ে তার একদিনের সমস্ত কাজ করে দেবে, ইহা দ্বিপাক্ষিক চুক্তির উদাহরণ। এক্ষেত্রে 'ক' 'খ' এর কোন একদিনের সমস্ত কাজ করে দেবে। এবং বিনিময়ে 'খ' 'ক' কে ২০০ টাকা দেবে।

১(ক).৭ চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা

ভারতীয় চুক্তি আইনের 10 নং ধারা অনুসারে কোন চুক্তি বৈধ হওয়ার জন্য চুক্তিভুক্ত পক্ষেরা অতি অবশ্যই চুক্তি সম্পাদনের যোগ্য হতে হবে। এই 10 নং ধারা অনুসারে— "চুক্তি সম্পাদনের উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা স্বেচ্ছাকৃত সায় দ্বারা গঠিত সকল সম্মতিই চুক্তি।" সুতরাং স্পষ্টতই প্রশ্ন ওঠে 'চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা' বলতে কী বোঝায়। 'চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা' বলতে কোন ব্যক্তির সেই সময়কার যোগ্যতা বলতে বোঝায় যেসব গুণ বর্তমান থাকলে কোন একজন ব্যক্তি চুক্তি সম্পাদন করতে পারবেন, অন্যথায় নয়। চুক্তি আইনের 11 নং ধারায় 'চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা' সম্পর্কে ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে—

"প্রত্যেকটি ব্যক্তিই চুক্তি সম্পাদনে সক্ষম যদি তিনি যে আইনের অধীন সেই আইন অনুসারে প্রাপ্ত বয়স্ক হন এবং তিনি সুস্থ মস্তিষ্কের হন এবং তিনি যে আইনের অধীন সেই আইন অনুসারে চুক্তি সম্পাদনের যোগ্য হন।"

অন্যভাবে বললে বলা যায়, কোন ব্যক্তিকে চুক্তি সম্পাদনের অযোগ্য বলে বিবেচনা করা হবে যদি

- তিনি যে আইনের অধীন সেই আইন অনুযায়ী অপ্রাপ্ত বয়স্ক হন;
- তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতি থাকে;
- তিনি যে আইনের অধীন সেই আইন অনুযায়ী তিনি চুক্তি সম্পাদনের অযোগ্য।

১(ক).৭.১ নাবালক (Minor)

যে ব্যক্তি সাবালকত্ব অর্জন করেন নি তিনি নাবালক। সাধারণভাবে 18 বৎসর বয়স না হওয়া কোন ব্যক্তি নাবালক থাকেন এবং তিনি কোন রকম চুক্তিতে অংশ গ্রহণ করতে পারেন না। 1875 সালের ভারতীয় সাবালকত্ব আইন (Indian Majority Act, 1875) অনুযায়ী—"18 বৎসর বয়স না হওয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তিকে সাবালক বলে গণ্য করা হয় না।"

নিম্নে কয়েকটি ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিকে 21 বৎসর বয়সে সাবালক বলা হয় :—

(ক) যখন আদালত কোন নাবালক অথবা তার সম্পত্তির তত্বাবধানের জন্য অভিভবাক নিযুক্ত করেন, এবং

(খ) যখন নাবালকের সম্পত্তি পরিচালনার দায়িত্ব প্রতিপাল্য অধিকরণ (Court of

Words) দ্বারা গৃহীত হয়ে থাকে।

নাবালক সম্পর্কিত আইন (Law Relating to Minor) :

নাবালকত্বের জন্য কোন ব্যক্তি চুক্তির ক্ষেত্রে অযোগ্য। প্রকৃত পক্ষে এই আইনটি হলো নাবালকদের আড়াল করার একটি প্রচেষ্টা মাত্র।

আইনের 11 নং ধারায় নাবালকদের সম্মতির প্রচেষ্টা ও তার আইনগত ফল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তাই এ প্রসঙ্গে আদালত দ্বারা প্রতিষ্ঠিত রায় বিশেষ উল্লেখ্য। **Mohori Bibee Vs. Dharamdas Ghose (1903)**—এই বিখ্যাত মামলার ঐতিহাসিক রায় ভারতীয় চুক্তি আইনে নাবালকদের সম্মতির প্রকৃতি নির্দেশ করে। বহু ক্ষেত্রে নাবালকদের সম্মতি নিষ্ফল অথবা নিষ্ফল যোগ্য—এই নিয়ে দ্বিধা ছিল। কিন্তু এই বিখ্যাত মামলায় এই প্রশ্নটির সমাধান হয়ে যায়।

ধর্মদাস ঘোষ নামে এক নাবালক 20,000 টাকার একটি সম্পত্তি বন্ধক রেখে বন্ধক গ্রহীতার থেকে, 8,000 টাকা নেয়। পরবর্তীকালে সেই নাবালক বন্ধক রদ (Setting aside) করার জন্য মামলা দায়ের করে। একথা জানতে পেরে বন্ধকগ্রহীতা তার 8,000 টাকা ফেরত চান। প্রিভি কাউন্সিলের বিচারে ইহা সাব্যস্ত হয় যে, নাবালক ও বন্ধক গ্রহীতার মধ্যে সম্পাদিত সম্মতি সম্পূর্ণরূপে নিষ্ফল। তাই নাবালককে দেওয়া 8,000 টাকা ফেরত দেওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং এই মামলার রায় থেকে একথা স্পষ্ট হয় যে, নাবালক দ্বারা সম্পাদিত সম্পত্তি প্রথম থেকেই নিষ্ফল (Void ab-inition)।

নাবালকের সম্মতি (Minor's agreemet) :

নাবালকের সম্মতি সম্পর্কিত আইনগুলি নীচে আলোচনা করা হল—

(১) নাবালকের সঙ্গে সম্পাদিত সম্মতি প্রথম থেকেই নিষ্ফল—নাবালকদের ক্ষেত্রে আইন অভিভাবকের কাজ করে। কারণ, নাবালকদের নিজেদের ভাল-খারাপ বিচার করার ক্ষমতা থাকে না। তাই আইনে নাবালকদের চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা দেওয়া হয় নি। তাই নাবালকদের সঙ্গে সম্পাদিত সম্মতি প্রথম থেকেই নিষ্ফল। নাবালকের সঙ্গে গঠিত সম্মতির দ্বারা সম্মতির সঙ্গে জড়িত কোন পক্ষেরই আইনগত কোন অধিকার বা দায় সৃষ্টি হয় না।

(২) প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জন্য নাবালকের দায়—নাবালককে অথবা তার ওপর নির্ভরশীল কোন নাবালককে যদি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বা সেবা সরবরাহ করা হয় তাহলে নাবালকের উক্ত দ্রব্য বা সেবার জন্য দায় সৃষ্টি হয়। অন্যভাবে বলা যায়, কোন ব্যক্তি যদি চুক্তি করতে অসমর্থ এমন কোন ব্যক্তিকে অথবা তিনি যাদেরকে আইনত প্রতিফলন করতে বাধ্য তাদের কে পণ্য বা সেবা সরবরাহ করে থাকেন, তবে তিনি সেই ব্যক্তির (চুক্তি করতে অসমর্থ) থেকে সেই সমস্ত দ্রব্য বা সেবার মূল্য ফেরত পাবেন। তবে এক্ষেত্রে তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি দায়ী থাকবে, সে ব্যক্তিগত ভাবে দায়ী থাকবে না।

উদাহরণ : একজন খাদ্য বিক্রেতা একজন নাবালককে প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহ করেন। ঐ বিক্রেতা নাবালকের সম্পত্তি হতে খাদ্যের উচিত মূল্য পাবে। কিন্তু এরজন্য নাবালক ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হবে না।

(৩) ব্যাক্তিগত ভুলের ক্ষেত্রে নাবালকের দায়—

কোন নাবালক তার ব্যক্তিগত ভুল বা অপকারের (tort) জন্য দায়ী থাকবে। নাবালক দ্বারা সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ কে ব্যক্তিগত ভুল বলা যায় না। এই ভুল চুক্তি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ও স্বতন্ত্র হবে। তা নাহলে

পরোক্ষ ভাবে নাবালক দ্বারা বহু চুক্তিকে আইনদ্বারা বলবৎ করা যাবে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, একজন নাবালক একটি ঘোড়া ভাড়ায় নেয় চড়ার জন্য। এবং ঘোড়াটিকে অনেক বেশি বার চড়ার জন্য ঘোড়াটি ক্ষতি গ্রস্ত হয়। এক্ষেত্রে সে চুক্তি সম্পাদনে অবহেলা করেছে। বিচারে স্থির হয় যে, নাবালক যদি চুক্তি সম্পাদনে অবহেলা করে, তবে তাকে দায়ী করা যায় না। অন্য একটি ঘটনায় এক নাবালক একটি ঘোড়া ভাড়া করে চড়ার জন্য, সে প্রতিশ্রুতি দেয় ঘোড়াটি নিয়ে লাফালাফি করবে না। এরপর সে তার এক বন্ধুকে ঘোড়াটি ভাড়া দেয়, সে ঘোড়াটি নিয়ে ভীষণ লাফালাফি করে। এর ফলে ঘোড়াটি আঘাত প্রাপ্ত হয়ে মারা যায়। এখানে নাবালক চুক্তি অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করে নি। বরঞ্চ, চুক্তিতে যা বারণ করা ছিল তা-ই করেছে। তাই এক্ষেত্রে চুক্তি সম্পাদনে নাবালকের ভুলের জন্য সে দায়ী হবে।

(৪) অনুসমর্থন দ্বারা চুক্তি হয় না—

'অনুসমর্থন' কথার অর্থ অনুমোদন করা। নাবালক থাকাকালীন সম্পাদিত কোন সম্মতি সাবালকত্ব অর্জন করার পরে অনুসমর্থন (ratify) করা যায় না। কারণ, নাবালক দ্বারা সম্পাদিত সম্মতি প্রথম থেকেই নিষ্ফল এবং সেই জন্য পরবর্তী কালে সাবালকত্ব অর্জনের পর অনুসমর্থন দ্বারা বৈধ চুক্তি গঠিত হয় না।

(৫) নাবালকের ক্ষেতেত্র স্বীকৃতির বাধা নাই—

"যদি কোন ব্যক্তি লিখিত বা মৌখিক ভাবে বা তার আচরণের দ্বারা কোন বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে অপর কোন ব্যক্তির মনে বিশ্বাস তৈরি করেন, তবে পরবর্তীকালে সেই ঘটনা অস্বীকার করতে পারেন না। পরবর্তীকালে এই স্বীকারোক্তি অস্বীকার করার ক্ষেত্রে এই যে বাধা—ইহাই স্বীকৃতি বাধা (Estoppel)। নাবালকের ক্ষেত্রে এই নীতি কার্যকর হয় না। কোন নাবালক যদি সাবালকত্বের মিথ্য পরিচয় দিয়ে কোন ব্যক্তির সঙ্গে প্রতারণার দ্বারা চুক্তি সম্পাদন করে থাকে, তথাপি তাকে চুক্তি সম্পাদনে বাধ্য করা যায় না। নাবালক তার নাবালকত্বের অজুহাতে স্বীকৃতি পালন অস্বীকার করতে পারে।

(৬) নাবালক প্রতিনিধি হতে পারে—

কোন নাবালক প্রধান (Principal) ও তৃতীয় পক্ষের (Third Person) মধ্যে যোগাযোগ রক্ষাকারী প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করতে পারেন। কিন্তু তার কাজের জন্য কোন ভাবেই ব্যক্তিগত ভাবে সে নিজে প্রধানের নিকট দায়ী থাকবে না। কারণ ভারতীয় চুক্তি আইনের 184 নং ধারায় বলা হয়েছে—"প্রধান ও তৃতীয় পক্ষের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষাকারী হিসাবে যে কেউ প্রতিনিধি হতে পারে। কিন্তু সেই প্রতিনিধি যদি নাবালক হয়, অথবা বিকৃত মস্তিষ্ক সম্পন্ন হয় তাহলে তার কাজের জন্য প্রধানের কাছে কোনভাবেই দায়ী করা যায় না।"

(৭) নাবালক দানগ্রাহী হতে পারে—

ভারতীয় চুক্তি আইনে নাবালকদের চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা দেওয়া হয় নি। অর্থাৎ নাবালকরা চুক্তি সম্পাদন করতে পারে না। কিন্তু দানগ্রাহী (Beneficiary) হবার ক্ষেত্রে আইনে কোন বাধা নেই, যেমন—প্রতিশ্রুতি গ্রহীতা (Promisce), পাওনাদার (Payce), অথবা হস্তান্তরগ্রহীতা। এই চুক্তিগুলি নাবালকের ইচ্ছা অনুসারে বলবৎ হবে। কিন্তু কখনোই অন্য পক্ষের ইচ্ছানুসারে ইহা বলবৎযোগ্য হবে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আইনে সুবিধা বা দান পাবার ক্ষেত্রে নাবালকদের কোন অযোগ্যতা নাই।

(৮) নাবালক দ্বারা অংশীদারী কারবার গঠন—

অংশীদারী আইন অনুযায়ী, অংশীদারদের মধ্যে লিখিত বা মৌখিক সম্মতির মাধ্যমে অংশীদারী কারবার গঠিত হয়। কিন্তু নাবালক যেহেতু চুক্তি সম্পাদনে অযোগ্য, তাই সে অংশীদারী কারবারের অংশীদার হতে পারে না। কিন্তু অন্যান্য অংশীদারদের সম্মতিক্রমে নাবালককে অংশীদারীর সুবিধা দেওয়া যায়।

(৯) নাবালক কোম্পানির শেয়ার হোল্ডার হতে পারে—

নাবালক যেহেতু চুক্তি সম্পাদনে অক্ষম, তাই কোম্পানির সাথে কোনভাবে চুক্তিবদ্ধ হতে পারে না। সুতরাং নাবালক কোন কোম্পানির সদস্য হতে পারে না। কোন নাবালক যদি কখনও কোনোভাবে কোম্পানির সদস্য হয়েও যায়, তথাপি কোম্পানি ঐ নাবালকের সঙ্গে লেনদেন রদ করতে পারে এবং কোম্পানির সদস্য তালিকা থেকে তাকে বাদ দিতে পারে।

(১০) নাবালককে দেউলিয়া ঘোষণা করা যাবে না—

ভারতীয় চুক্তি আইন অনুসারে, নাবালককে চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা দেওয়া হয় নি। তাই চুক্তি করে কোনভাবে কোন ব্যক্তির থেকে নাবালক ঋণ নিলে পরবর্তীকালে এজন্য নাবালককে ঋণ পরিশোধের অক্ষমতার জন্য দেউলিয়া ঘোষণা করা যায় না। এমন কি, নাবালককে যদি প্রয়োজনীয় দ্রব্যও সেবা সরবরাহ করা হয়, তাহলেও তাকে ব্যক্তিগতভাবে দায়ী করা যাবে না। এর জন্য নাবালকের সম্পত্তিকে দায়ী করা যাবে।

(১১) নাবালকের পিতা-মাতা ও অভিভাবকের স্থান—

নাবালকের কোন চুক্তির জন্য তার পিতা-মাতা কে দায়ী করা যাবে না, এমন কি যদি নাবালককে প্রয়োজনীয় দ্রব্য বা সেবা সরবরাহ করা হয়, তাহলেও নয়। কিন্তু পিতামাতা মূল্যবোধের তাগিদে ইচ্ছা করলে নাবালকের কোন আর্থিক দায় পরিশোধ করতে পারেন। কিন্তু ইচ্ছা না করলে তাঁদের জোর করা যায় না।

কোন কোন সময় নাবালকের প্রতিনিধি হয়ে নাবালকের পিতা-মাতা, বা তার অভিভাবক বা তার বিষয় সম্পত্তির ম্যানেজার কোন চুক্তি করতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে প্রত্যেকেই তাদের নির্দিষ্ট কর্তৃত্বের মধ্যে থেকে নাবালকের প্রতিনিধি হয়ে চুক্তি সম্পাদন করলে তা নাবালকের ওপর বলবৎ করা যাবে।

(১২) নাবালক জামিনদার হতে পারে না—

কোন নাবালক অপর কোন ব্যক্তির জামিনদার হতে পারে না। কারণ নাবালককে চুক্তির কোন ঘটনার জন্য কোন আর্থিক দায় দ্বারা দায়ী করা যায় না বা কোন ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা যায় না।

(১৩) শিক্ষানবিশ ও কাজের চুক্তি—

1961 সালের শিক্ষানবিশ আইন অনুসারে এক নাবালক শিক্ষানবিশ হিসাবে কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি বদ্ধ হতে পারে। তবে নাবালকের বয়স 14 বছরের নীচে হবে না এবং নাবালকের হয়ে তার অভিভাবক চুক্তিবদ্ধ হবেন। এই আইনের দ্বারা নাবালকরা কোন কাজ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকে। এবং যখন তারা পরিণত বয়সে পদার্পন করে, তারা সেই কাজ সম্পর্কে অনেক অভিজ্ঞ হয়ে যায়।

১(ক).৭.২ বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তি (Persons of Unsound Mind)

বৈধ চুক্তির অন্যতম প্রধান উপাদান হল এই যে, চুক্তিভুক্ত প্রতিটি পক্ষের চুক্তিবদ্ধ হবার যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন। চুক্তি অধিনিয়মের 11 নং ধারায় বলা হয়েছে, "প্রত্যেক ব্যক্তিই চুক্তি সম্পাদনের যোগ্য যদি তিনি যে আইনের অধীন সেই আইন অনুসারে সাবালক হয়ে থাকেন, যদি তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতি না ঘটে থাকে এবং তিনি যে আইনের অধীন সেই আইনের দ্বারা অযোগ্য বিবেচিত না হন।" সুতরাং, চুক্তি আইনের 11 নং ধারা অনুযায়ী একথা স্পষ্ট যে মস্তিষ্ক বিকৃতি সম্পন্ন কোন ব্যক্তি চুক্তি সম্পাদনের যোগ্য নয়।

এখন খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে "সুস্থ মস্তিষ্ক" বলতে কী বোঝায়। ভারতীয় চুক্তি অধিনিয়মের 12 নং ধারায় 'সুস্থ মস্তিষ্ক" সম্পর্কে নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে—

"কোন ব্যক্তি যদি চুক্তি সম্পাদন কালে চুক্তির অর্থ বুঝতে পারেন, এবং এই চুক্তির ফলে তার স্বার্থের ওপর কী প্রভাব পড়বে তা বিচার করতে পারেন, তাহলে ঐ ব্যক্তিকে চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে 'সুস্থ মস্তিষ্ক' বলা হয়।"

এই ধারায় আরও বলা হয়েছে যে,

(ক) "যে ব্যক্তি সাধারণত বিকৃত মস্তিষ্ক কিন্তু মাঝে মধ্যে সুস্থ থাকেন, তিনি যে সময় মানসিকভাবে সুস্থ থাকেন সে সময় চুক্তি সম্পাদন করতে পারেন।"

(খ) "যে ব্যক্তি সাধারণত সুস্থ মস্তিষ্ক কিন্তু মাঝে মধ্যে বিকৃত মস্তিষ্ক থাকেন, তিনি যে সময় বিকৃত মস্তিষ্ক থাকেন তখন চুকি সম্পাদন করতে পারেন না।"

সুতরাং, যে সুস্থ মস্তিষ্ক ব্যক্তি জ্বরে বিকারগ্রস্ত, অথবা এমন এক ব্যক্তি যে এতটাই পানোন্মত্ত যে, চুক্তির শর্তাবলী বুঝতে পারেন না এবং চুক্তির ফলে তাঁর স্বার্থের ওপর কী প্রভাব পড়বে তা বুঝতে পারেন না, এরকম বিকারগ্রস্ত বা পানোন্মত্ত অবস্থায় কোন ব্যক্তি চুক্তি সম্পাদনে অযোগ্য। উপরের আলোচনা থেকে কোন ব্যক্তির মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্পর্কে দুটি ঘটনা স্পষ্ট হয় :

(১) চুক্তর প্রকৃতি ও শর্তাবলী বুঝতে পারা;

(২) নিজে স্বার্থের ওপর চুক্তির প্রভাব সম্পর্কে বিচার বিবেচনা করা।

সুতরাং, যে ব্যক্তি উপরোক্ত শর্তদুটি সিদ্ধ (satisfy) করতে পারেন না, তিনি চুক্তি আইনের 11 নং ধারা অনুযায়ী চুক্তি সম্পাদনের অযোগ্য।

আইনের বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তি সম্পর্কে কয়েকটি ধারণা দেওয়া হয়েছে :—

১(ক).৭.৩ জড়বুদ্ধি (Idiot)

যে ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে মানসিক ভারসাম্যহীন এবং কোন রকম বিচার বিবেচনা করার ক্ষমতা নেই, তাকে জড়বুদ্ধি (Idiot) বলা হয়। মস্তিষ্কের স্বাভাবিক বিকাশ না হওয়ার ফলে এই ধরনের অবস্থার সৃষ্টি হয়। এ ধরনের কোন ব্যক্তির চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা নেই। তাই জড় বুদ্ধি সম্পন্ন কোন ব্যক্তির সঙ্গে চুক্তির অর্থ হবে নিষ্ফল চুক্তি।

১(ক).৭.৪ পানোন্মত্ততা (Drunkenness)

যে ব্যক্তি কোন উত্তেজক পানীয় অথবা মাদক দ্রব্য দ্বারা ভীষণ ভাবে আসক্ত, তাকে পানোন্মত্ত ব্যক্তি বলে। উত্তেজক পানীয় বা মাদক দ্রব্যের প্রভাব যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ ঐ ব্যক্তির সাময়িকভাবে অক্ষমতার সৃষ্টি হয়। এই নেশার প্রভাব যদি এমন হয় যে, ঐ ব্যক্তির পক্ষে চুক্তির প্রকৃতি ও চুক্তির প্রভাব সম্বন্ধে কোন বিচার-বিবেচনা করার ক্ষমতা না থাকে, তবে সেই ব্যক্তি বৈধ চুক্তি গঠন করতে পারেন না যতক্ষণ তাঁর মধ্যে পানোন্মত্তা বজায় থাকবে।

১(ক).৭.৫ উন্মত্ততা (Lunacy)

যখন কোন ব্যক্তির মস্তিষ্ক ঘটিত কারণে মানসিক চিন্তাধারা বিকল (deranged) বা লোপ পায়, তখন সেই ব্যক্তিকে উন্মাদ বলা হয়। ইহা একধরনের মস্তিষ্ক ঘটিত ব্যধি। এই সময় কোন ব্যক্তির স্বাভাবিক বিচার-বিবেচনা পুরোপুরি লোপ পায় না। এই ধরনের ব্যক্তিরা মাঝে মাঝে সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় থাকেন। শুধুমাত্র সেই অবস্থায় তাঁরা চুক্তিতে অংশ গ্রহণ করতে পারেন। এবং এর জন্য তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে ও তাঁর সম্পত্তিকে দায়ী করা যায়। অন্য কোন সময় যখন তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ নন তখন তিনি চুক্তি ভুক্ত হতে পারেন না।

বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তি সম্পাদিত চুক্তির ফলাফল (Effects of Agreements made by persons of Unsound Mind)—

ভারতীয় চুক্তি আইনের 11 নং ধারা অনুসারে, বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তি চুক্তি সম্পাদনের অযোগ্য। অর্থাৎ বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তি কোন সম্মতি (agreement) করলে তা নিষ্ফল বলে গণ্য করা হবে। কিন্তু বিকৃত মস্তিষ্ক কোন ব্যক্তি যদি নিজেকে বা তাঁর উপর নির্ভরশীল কোন ব্যক্তি (স্ত্রী, পুত্র) যাদের তিনি প্রতিপালন করতে বাধ্য, তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করার জন্য চুক্তি করেন, তবে তা চুক্তি অধিনিয়মের 68 নং ধারা অনুসারে উপ-চুক্তি হিসাবে কার্যকরী হয়। এক্ষেত্রে তিনি ব্যক্তিগত ভাবে দায়ী থাকবেন না, ঐ ব্যক্তির সম্পত্তি এই চুক্তিতে দায়বদ্ধ থাকবে।

১(ক).৭.৬অযোগ্য বা অক্ষম ব্যক্তি (Disqualified Persons)

নিম্নে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ, তাঁরা যে আইনের অধীন সেই আইন অনুযায়ী অযোগ্য বা অক্ষম, তাঁরা চুক্তিতে অংশ গ্রহণ করতে পারেন না।

(১) বিদেশী শত্রু (Alien Enemies)— ভারত ছাড়া অন্য যে কোন দেশের নাগরিককে বিদেশী নাগরিক বলে গণ্য করা হবে। বিদেশী নাগরিকের সঙ্গে সাধারণ অবস্থায় যে কোন ভারতীয় নাগরিক চুক্তি গঠন করতে পারে যদি না ভারতের সঙ্গে ঐ বিদেশী নাগরিকের দেশের যুদ্ধ লাগে। অর্থাৎ যুদ্ধ ছাড়া স্বাভাবিক অবস্থায় বিদেশী নাগরিকের সঙ্গে চুক্তি বলবৎ যোগ্য। যুদ্ধ শুরুর পূর্বে বিদেশী

নাগরিকের সঙ্গে গঠিত চুক্তি ঐ দেশের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হলে যুদ্ধকালীন সময়ে চুক্তিটি রদ করা যায়। যুদ্ধ শেষ হলে তা পুনরায় বলবৎ করা যায়, যদি না অবশ্য চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যায়।

(২) বিদেশী রাজা ও রাষ্ট্রদূত (Foreign Sovereigns and Ambassadors)— বিদেশীয় রাজা ও রাষ্ট্রদূত কে দেশীয় আদালতের নিকট অভিযুক্ত করা যায় না। কিন্তু অতীত কালের বিদেশীয় রাজাকে দেশীয় আদালতে অভিযুক্ত করা যায়।

(৩) কর্পোরেশন ও কোম্পানি (Corporations & Companies)— কর্পোরেশন ও কোম্পানি আইনের বিশেষ ধারায় গঠিত 'কৃত্রিম ব্যক্তি'। কোম্পানি তার পরিমেল-বন্ধ (Memorandum of Association)-এ উল্লিখিত ক্ষমতার বাইরে গিয়ে কোন চুক্তি গঠন করতে পারে না। একই রকম ভাবে কর্পোরেশন কে আইনের দ্বারা যে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে তার বাইরে গিয়ে কর্পোরেশন কোন চুক্তি গঠন করতে পারে না।

(৪) দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তি (Convicts)— আদালতের বিচারে দোষী সাব্যস্ত কোন ব্যক্তি বিচারে যার মৃত্যুদণ্ড বা কারাবাস ধার্য করা হয়েছে, তিনি কোন ব্যক্তির সাথে চুক্তি গঠন করতে পারেন না। কিন্তু যদি দোষী ব্যক্তির শাস্তি যদি মকুব হয়ে যায়, অথবা তার বন্দিদশা উত্তীর্ণ হয়ে যায়, তাহলে তিনি পুনরায় চুক্তি সম্পাদনের যোগ্য ব্যক্তি বলে গণ্য হবেন।

১(ক).৮ সারাংশ

এই এককটি ভাল করে পাঠ করে আমরা জানতে পারলাম

- চুক্তি গঠনের প্রয়োজনীয়তা;
- চুক্তি গঠন করতে হলে কোন্ কোন্ উপাদান থাকা আবশ্যক;
- বিভিন্নভাবে চুক্তির শ্রেণীবিভাগ;
- কারা কারা চুক্তি সম্পাদন করতে পারেন;
- নাবালক কীভাবে চুক্তি গঠনে অংশ গ্রহণ করে।

১(ক).৯ অনুশীলনী

(ক) সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন :

(১) চুক্তির সংজ্ঞা দিন।

(২) চুক্তির আবশ্যকীয় কয়েকটি উপাদানের নাম লিখুন।

(৩) উপচুক্তি বলতে কী বোঝেন?

(৪) চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা বলতে কী বোঝেন?

(খ) দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন :

(১) চুক্তির আবশ্যকীয় উপাদানগুল বর্ণনা করুন।

(২) চুক্তির শ্রেণীবিভাগ করুন। সংক্ষেপে প্রত্যেকটি শ্রেণীর চুক্তির বর্ণনা দিন।

(৩) চুক্তি সম্পাদনের অক্ষমতা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(৪) টীকা লিখুন—

(ক) নাবালকের সম্মতি; (খ) বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তি; (গ) জড়বুদ্ধি; (ঘ) অযোগ্য ব্যক্তি।

১(ক).১০ গ্রন্থপঞ্জী

(১) বাণিজ্যিক ও শিল্প আইন—অরুণকুমার সেন, জিতেন্দ্রকুমার মিত্র—দি ওয়ার্ল্ড প্রেস প্রাইভেট লিঃ - কলকাতা-2001.

(২) Business Law–R. S. N. Pillai, Bagavathi– S. Chand & Company Ltd.– New Delhi-1999.

(৩) Elements of Mercantile Law – N. D. Kapoor – Sultan Chand & Sons – New Delhi.

একক ১ (খ) ❑ প্রস্তাব ও স্বীকৃতি

গঠন

১(খ).১ উদ্দেশ্য

১(খ).২ প্রস্তাবনা

১(খ).৩ প্রস্তাব ও স্বীকৃতি

১(খ).৪ প্রস্তাব করার বিভিন্ন পদ্ধতি

১(খ).৫ বৈধ প্রস্তাবের নিয়মাবলী

১(খ).৬ স্বীকৃতির সংজ্ঞা

১(খ).৭ বৈধ স্বীকৃতির নিয়মাবলী

১(খ).৮ প্রস্তাব ও স্বীকৃতি জ্ঞাপন

১(খ).৯ প্রস্তাব প্রত্যাহার

১(খ).১০ স্বীকৃতি প্রত্যাহার

১(খ).১১ সারাংশ

১(খ).১২ অনুশীলনী

১(খ).১৩ গ্রন্থপঞ্জী

১(খ).১ উদ্দেশ্য

এই এককটি মনযোগ সহকারে পাঠ করলে আপনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে জানতে পারবেন—

- প্রস্তাব সম্পর্কে ধারণা;
- প্রস্তাব জানানোর বিভিন্ন পদ্ধতি;
- বৈধ প্রস্তাব হতে গেলে কোন্ কোন্ নিয়ম-নীতি মেনে চলতে হয়;
- স্বীকৃতি সম্পর্কে ধারণা;
- স্বীকৃতি জানানোর বিভিন্ন উপায়;
- বৈধ স্বীকৃতির নিয়মাবলীসমূহ;
- প্রস্তাব কখন ও কীভাবে প্রত্যাহার করা যায়;
- স্বীকৃতি কখন ও কীভাবে প্রত্যাহার করা যায়;

১(খ).২ প্রস্তাবনা

চুক্তির আবশ্যকীয় উপাদানগুলির মধ্যে প্রথম উপাদান হল প্রস্তাব ও স্বীকৃতি। কোন একপক্ষের দেওয়া প্রস্তাব অপর পক্ষ স্বীকার করলে তবেই বৈধ চুক্তির উৎপত্তি হয়। প্রস্তাব ও স্বীকৃতি আইনসঙ্গত হওয়া প্রয়োজন।.অর্থাৎ চুক্তি অধিনিয়মে প্রস্তাব ও স্বীকৃতি সম্পর্কিত যে সকল নিয়মাবলী আছে, সেই সকল নিয়মাবলী মেনে চলতে হয়। তাই বৈধ প্রস্তাব ও বৈধ স্বীকৃতির নিয়মাবলী জানা অত্যন্ত জরুরি। প্রস্তাব সাধারণভাবে দু'প্রকারের হয়ে থাকে— প্রকাশ্য ও ধারণামূলক। চুক্তির ক্ষেত্রে এক পক্ষ বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে চুক্তির অপর পক্ষকে কোন বিষয়ে প্রস্তাব করে থাকেন। যিনি প্রস্তাব করেন তিনি প্রস্তাবকারী। অন্যদিকে যিনি প্রস্তাব গ্রহণ করেন তিনি প্রস্তাব-গ্রহীতা। প্রস্তাবগ্রহীতাও বিভিন্ন উপায়ে তাঁর স্বীকৃতির কথা প্রস্তাবকারিকে জানান। প্রস্তাবজ্ঞাপন বা স্বীকৃতিজ্ঞাপন নির্দিষ্টভাবে কোন উপায়ে জানাতে হবে। আবার, নির্দিষ্ট উপায়ে প্রস্তাব ও স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে নেওয়া যায়। সুতরাং, প্রস্তাব ও স্বীকৃতি সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে জানতে গেলে এই এককটি পাঠের প্রয়োজনীয়তা অসীম।

১(খ).৩ প্রস্তাব ও স্বীকৃতি

আগের এককে যখন আমরা চুক্তির অত্যাবশ্যকীয় উপাদানগুলি নিয়ে আলোচনা করেছি, আমরা জেনেছি বৈধ চুক্তি হতে হলে আইনসঙ্গত প্রস্তাব (Lawful offer) এবং আইনসঙ্গত স্বীকৃতি থাকতে হবে। যেমন—'ক', 'খ' কে বলল— ''তুমি কি ১০০০ টাকায় আমার গাড়িটি কিনবে?'' এটি একটি প্রস্তাব। যখন 'খ' বলল—''হ্যাঁ''। তখন তাকে বলা হয় স্বীকৃতি। এক্ষেত্রে চুক্তি গঠিত হল।

প্রস্তাব : চুক্তি অধিনিয়মের ২(ক) ধারায় 'প্রস্তাব' কথাটির সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে; যখন এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির নিকট কোন কাজ করার বা কাজ হতে বিরত থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করে, তখন বলা হয় প্রথমোক্ত ব্যক্তি শেষোক্ত ব্যক্তির নিকট প্রস্তাব করেছে।

যে ব্যক্তি প্রস্তাব দেয় তাকে প্রস্তাবকারি বলে। যে ব্যক্তিকে প্রস্তাব করা হয় তাকে প্রস্তাবগ্রহীতা বলে। প্রস্তাবগ্রহীতা যখন প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়ে স্বীকৃতি প্রদান করে তখন তাকে স্বীকৃতি দাতা বলে।

প্রতিশ্রুতি : যখন কোন প্রস্তাবে সায় প্রকাশ করা হল তখন বলা হয় প্রস্তাবটি গৃহীত (Accepted) হলো। প্রস্তাব গৃহীত হলে তাকে প্রতিশ্রুতি (Promise) বলে।—২(খ) ধারা।

১(খ).৪ প্রস্তাব করার বিভিন্ন পদ্ধতি

প্রস্তাব কী ভাবে করা যায় তা আইনের ৩ ধারায় বলা হয়েছে। আইনের ৯ ধারায় আরও বলা হয়েছে যে ক্ষেত্রে প্রস্তাব ব্যক্ত হয় তাকে 'প্রকাশ্য প্রস্তাব' বলে। অনেক সময় প্রস্তাব প্রকাশ্য নাও হতে পারে। ধারণা বা আচরণের দ্বারাও প্রস্তাবের প্রকাশ হতে পারে। এক্ষেত্রে প্রস্তাবকে ধারণামূলক বলে। উদাহরণ দিয়ে নীচে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হল—

(১) রাম শ্যামকে পঞ্চাশ টাকায় তার বইটি বিক্রয় করার প্রস্তাব দেয়। এটি প্রকাশ্য প্রস্তাব।

(২) সুধীনবাবু কাগজে বিজ্ঞাপন দেন যে তার প্রিয় কুকুরটি যে ব্যক্তিটি খুঁজে দিতে পারবে তাকে তিনি পাঁচশত টাকা নগদ পুরস্কার দেবেন। এটি একটি প্রকাশ্য প্রস্তাব।

(৩) ভারতীয় রেল ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে রেল চালনা করে। নির্দিষ্ট ভাড়ায় যাত্রীগণকে বহন করবে—ইহাই রেল কোম্পানির প্রস্তাব। যখন কোন ব্যক্তি রেলে ওঠে, তখন বলা হয় ঐ ব্যক্তি ভারতীয় রেলের আচরণমূলক বা ধারণামূলক প্রস্তাব গ্রহণ করেছে।

১(খ).৫ বৈধ প্রস্তাবের নিয়মাবলী

প্রস্তাবের ক্ষেত্রে কিছু নিয়মাবলী আছে যেগুলি ব্যতিরেকে প্রস্তাব বৈধ হতে পারে না। নিম্নে নিয়মাবলীগুলি আলোচনা করা হল :

(১) প্রস্তাব অন্য পক্ষের নিকট পৌঁছানো প্রয়োজন :

যতক্ষণ পর্যন্ত কোন প্রস্তাব অন্য কোন ব্যক্তির কাছে না পৌঁছায় সেই ব্যক্তি প্রস্তাবের প্রতি কোন স্বীকৃতি জানাতে পারে না। অর্থাৎ চুক্তিও হয় না। স্বীকৃতি জানানোর আগে প্রস্তাব পাওয়া জরুরি। শুধুমাত্র প্রস্তাব বা শুধুমাত্র স্বীকৃতির দ্বারা চুক্তির হয়না। কোন ব্যক্তি যদি স্বীকৃতির কথা না জেনে যদি স্বীকৃতি জ্ঞাপন করে তাহলে সেক্ষেত্রে তার স্বীকৃতিদাতা হিসাবে কোন আইনগত অধিকার জন্মে না।

উদাহরণ : 'ক' কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়, যে ব্যক্তি তার হারনো কুকুরটি খুঁজে দিতে পারবে তাকে পুরস্কার হিসাবে নগদ ১০০০ টাকা দেবে। 'ক' এর প্রতিবেশী এক ব্যক্তি 'খ' প্রস্তাবের কথা না জেনেই কুকুরটি 'ক' এর কাছে পৌঁছে দেয়। পরবর্তীকালে 'খ' পুরস্কারের কথা জানতে পেরে পুরস্কার দাবি করেন। কিন্তু 'খ' যেহেতু প্রস্তাবের কথা জানতেন না, তাই তিনি প্রস্তাবের স্বীকৃতিও জ্ঞাপন করতে পারেন না। তাই এক্ষেত্রে কোন চুক্তি সম্পাদিত হয়নি। তাই তিনি পুরস্কারের অর্থ পেতে পারেন না।

(২) প্রস্তাবের শর্তাবলী সুনিশ্চিত ও স্পষ্ট হওয়া আবশ্যক :

প্রস্তাবের শর্তাবলী সুনিশ্চিত ও স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ চুক্তির মধ্যে এমন কোন শর্ত থাকবে না যা সুনিশ্চিত নয় বা অস্পষ্ট। আইনের ২৭ ধারায় বলা আছে—"যে চুক্তির অর্থ নিশ্চিত নয় বা যে চুক্তি পালন করা সম্ভব নয় তা অবৈধ"। অর্থাৎ প্রস্তাব যথার্থভাবে ও যুক্তিযুক্তভাবে নিশ্চিত ও সম্পূর্ণ হওয়া প্রয়োজন।

উদাহরণ : 'ক' 'খ' কে প্রস্তাব দিল যে, ৫০০০০ টাকা অথবা ৬০০০০ টাকা অথবা ৭০০০০ টাকায় তার পাঁচটি বাড়ির কোন একটি বিক্রি করবে। ইহা প্রস্তাব নয়। কারণ এক্ষেত্রে টাকার পরিমাণ নিশ্চিত নয়। সুতরাং ইহা কোনভাবেই বৈধ প্রস্তাব নয়।

(৩) প্রস্তাব আইনমূলক সম্পর্কস্থাপনে সমর্থ হবে :

প্রস্তাব এমন হওয়া উচিত যার দ্বারা আইনমূলক সম্পর্ক সৃষ্টি হবে। অর্থাৎ প্রস্তাব কখনো এমন হওয়া উচিত নয় যার দ্বারা আইনমূলক সম্পর্ক সৃষ্টি করা যায় না। বৈধ চুক্তির ক্ষেত্রে অত্যাবশকীয় উপাদান হিসাবে আমরা জেনেছি যে, চুক্তির পক্ষদ্বয়ের মধ্যে আইনমূলক সম্পর্কস্থাপন হওয়া জরুরি। অন্যথায় চুক্তি বৈধ হয় না।

উদাহরণ : 'ক' তার বন্ধু 'খ' কে তার বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণ জানাল। এক্ষেত্রে এই সামাজিক

সম্পর্ক কে আইন দ্বারা বলবৎ করা যায় না। অর্থাৎ খ যদি নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করে, তাহলে তার বিরুদ্ধে প্রস্তাব ভঙ্গের অভিযোগ আনা যাবে না। কারণ, এক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে কোন আইনমূলক সম্পর্ক নেই।

(৪) প্রস্তাব ধণাত্মক বা ঋণাত্মক হতে পারে :

চুক্তি অধিনিয়মের ২(ক) ধারা অনুযায়ী যখন এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে কোন কাজ করার বা কাজ করা থেকে বিরত থাকতে ইচ্ছা প্রকার করে, তখন বা হয় যে প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে একটি প্রস্তাব দিয়েছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে কোন প্রস্তাব কোন কিছু করা বা না করাকে বোঝায়। প্রস্তাব ধনাত্মক হয় যখন কোন কিছু করতে বলা হয়। অন্যদিকে যখন কোন কাজ করতে বারণ করা হয় তখন তা ঋণাত্মক হয়।

(৫) প্রস্তাব কোন একটি ব্যক্তি, বা শ্রেণী অথবা সর্বসাধারণের নিকট হতে পারে :

একটি প্রস্তাব কোন একটি বিশেষ ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে হতে পারে। যেমন— রাম তার সুন্দর গাড়িখানি ১০০০০ টাকায় হরিকে বিক্রি করার ইচ্ছা প্রকাশ করল। এক্ষেত্রে প্রস্তাবটি শুধুমাত্র হরি-ই গ্রহণ করতে পারে। অন্য কারো পক্ষে প্রস্তাবটি সমর্থন করে চুক্তি গঠন করা সম্ভব নয়।

প্রস্তাব কোন একটি বিশেষ শ্রেণীর উদ্দেশ্যেও হতে পারে। যেমন—হিন্দুস্থান কো: লি: তার কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে একটি প্রস্তাব দিল যে, আগামী সপ্তাহে কোম্পানি খুব কমদামে দুইখানি গাড়ি বিক্রয় করবে। ইচ্ছুক কর্মচারীরা কিনতে পারে। এক্ষেত্রে এই প্রস্তাবটি শুধুমাত্র কর্মচারীদের উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে।

প্রস্তাব কখনো কখনো জনসাধারণের উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে যে কেউ প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারে। যেমন—রামবাবু কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে এই প্রস্তাব দেয় যে, তার হারিয়ে যাওয়া সুন্দর কুকুরটি যে ব্যক্তি খুঁজে দিতে পারবে তাকে নগদ ৫০০ টাকা পুরস্কার দেবেন।

(৬) প্রস্তাব করা উচিত স্বীকৃতি পাবার উদ্দেশ্যে :

যখন কোন প্রস্তাব করা হয় তখন প্রস্তাবকারী ইহা আশা করেন যে উক্ত প্রস্তাব কোন ব্যক্তি দ্বারা স্বীকৃত হবে। প্রস্তাবের শর্তাবলীগুলি খুব স্পষ্ট ও পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন যাতে কোন ব্যক্তির মনে এরূপ সংশয় না থাকে যে এটি কি বৈধ প্রস্তাব, নাকি শুধুমাত্র ইচ্ছার অভিব্যক্তি।

'প্রস্তাব' ও 'প্রস্তাবের আমন্ত্রণ'—এই দুটির মধ্যে পার্থক্য করা প্রয়োজন। কারণ কিছু কিছু ক্ষেত্রে লোকেদের মধ্যে 'প্রস্তাব' ও 'প্রস্তাবের আমন্ত্রণ' নিয়ে ভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। যদি কোন ব্যক্তি বিজ্ঞাপন দিয়ে তার বাড়িটি ১ লক্ষ টাকার বিক্রয়ের কথা জানান তাহলে ইহা কোন প্রস্তাব নয় যেটা আইন দ্বারা বলবৎ করা যায়। ইহা প্রস্তাবের আমন্ত্রণ। কারণ এক্ষেত্রে ব্যক্তিটি তার বাড়ি বিক্রয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন মাত্র। এবং তিনি ইচ্ছুক খরিদ্দারের থেকে উক্ত বাড়িটি ক্রয়ের প্রস্তাব পাবেন ইহা আশা করেন। সুতরাং উক্ত ব্যক্তি বাড়িটি বিক্রয়ের প্রস্তাব দেননি, বরং প্রস্তাবের আমন্ত্রণ চেয়েছেন।

পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পণ্য তালিকায় যে দাম লেখা থাকে তাকে বিক্রেতার পণয বিক্রয়ের প্রস্তাব বলা যাবে না। বরঞ্চ 'পণ্যতালিকা' অনুযায়ী তিনি খরিদ্দারের নিকট হতে প্রস্তাবের আশা করেন। এক্ষেত্রে বিক্রেতা খরিদ্দারের প্রস্তাব 'পণ্য তালিকা' অনুযায়ী বিবেচনা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন মাত্র। সুতরাং পণ্য তালিকায় যে দাম লেখা আছে তা প্রস্তাব নয়, প্রস্তাবের আমন্ত্রণ মাত্র।

(৭) শর্তাধীন প্রস্তাব :

কোন প্রস্তাব শর্তসাপেক্ষ হতে পারে। অর্থাৎ শর্ত পূরণ হলে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে বলা হয়।

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.